মাপে বা ওজনে কিছু কিনতে গেলে-

১. পরিদর্শকের সার্টিফিকেট দোকানে টাঙাতে হবে।

২. বাটখারার পেছনে বা পাল্লায় যেন বৈধ পরিমাপন পরিদর্শকের পরীক্ষা করার ছাপ থাকে।

৩. ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রের সামনে একটি প্লেটে ঐ ছাপ থাকে।

৪. পরীক্ষিত বাটখারার সাহায্যে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রে কোনো কারচুপি আছে কি না তা দেখে নেওয়া যায়।

৫. থান থেকে কেটে কাপড় বিক্রি করলে যে রড ব্যবহার করা হয় তার দৈর্ঘ ১ মিটার হতে হবে এবং দুই প্রান্তে বৈধ পরিমাপন পরিদর্শকের পরীক্ষা করার ছাপ থাকে।

৬. যে পাত্রটি দিয়ে কেরোসিন তেল বা অন্যানা তরল জিনিস মেপে দেওয়া হয়, তার গায়ে বৈধ পরিমাপন পরিদর্শকের পরীক্ষা করার ছাপ থাকে।

৭. সোনার গয়নার ক্ষেত্রে ওজনযন্ত্রটি বৈধ পরিমাপন পরিদর্শকের পরীক্ষা করার ছাপ যুক্ত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ওজনযন্ত্র হতে হবে

৮. পেট্রল পাম্পে বৈধ পরিমাপন পরিদর্শকের পরীক্ষা করার ছাপযুক্ত ৫ লিটার মাপের পাত্র থাকতে হবে যেটি দিয়ে ক্রেতারা চাইলে পেট্রলের মাপ যাচাই করে নিতে পারবেন।

৯. বাড়িতে যিনি গ্যাস দিয়ে যান, তার কাছে একটা স্প্রিং তুলাযন্ত্র রাখতে হবে এবং গ্রাহক চাইলে গ্যাসের পরিমাণ মেপে দেখিয়ে দিতে হবে।

এসব ঠিকঠাক আছে কিনা সে সম্পর্কে নজরদারির দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈধ পরিমাপন অধিকার। যদি বিক্রেতা এই অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করে, তবে অভিযোগ জানানোর ঠিকানা -

নিয়ামক, বৈধ পরিমাপন অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ (তৃতীয় তল), কোলকাতা ৭০০০১৩
২২৩৭-৮১৫৭, ২৩৬২-৯৫৪৯, ২২৩৬-৪২৫৮(ফ্যাক্স)

Controller, Directorate of Legal Metrology
Government of West Bengal
45, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata 700013
2237-8157, 2362-9549, 2236-4258 (FAX)

প্যাকেটে কোনো জিনিস বিক্রি করা হলে, প্যাকেটের গায়ে কিছু তথ্য লেখা থাকা বাধ্যতামূলক-

১. জিনিসের নাম।

২. উৎপাদনকারির নাম ও পুরো ঠিকানা।

৩. যদি উৎপাদনকারি নিজে প্যাকিং না করে থাকেন তবে প্যাকারের নাম ও পুরো ঠিকানা।

৪. জিনিসের পরিমাণ।

৫. ব্যবহৃত উপাদানগুলির নাম ও পরিমাণ।

৬. সবথেকে বেশি খুচরো মূল্য (সর্বপ্রকার কর সমেত)।

৭. প্যাকেটের উপর যে দাম লেখা থাকে, তা ঘষে তুলে দেওয়া বা মুছে দিয়ে অন্য দাম লেখা বেআইনি। কোনো কারণে যদি উৎপাদনকারি দম বাড়াতে বা কমাতে চান -

- দাম বাড়াতে চাইলে অন্তত দুটি সংবাদপত্রে সে সম্পর্কিত ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে , বিক্রেতাকে সেই ঘোষণা দোকানে রাখতে হবে এবং ক্রেতা চাইলে তাকে তা দেখাতে হবে ।
- দাম কমাতে চাইলে প্যাকেটে পুরোনো দামের পাশে স্টিকার দিয়ে নতুন দাম লিখতে হবে যাতে ক্রেতা দুটো দামের মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারেন।

৮. উৎপাদনের / প্যাকিংএর মাস ও সন।

৯. কোন সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা সব থেকে ভালো।

১০.ব্যাচ নম্বর/লট নম্বর।

১১.ক্রেতা অভিযোগ নিরসন কেন্দ্রের বিবরণ।

১২.বিদেশ থেকে আমদানি করা হলে প্যাকেটের গায়ে ইংরেজি অথবা দেবনাগরি হরফে আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা,লাইসেন্স নম্বর,সর্বপ্রকার কর সমেত ভারতীয় মুদ্রায় সবথেকে বেশি খুচরো মূল্য ।

১৩.রেডিমেড পোশাকের মাপ সবসময় সেন্টিমিটারে (৯০/৯৫/ ১০০/১০৫ ইত্যাদি) দেখাতে হবে। **XL,XXL, L,M-এগুলি কোনো নির্দিষ্ট মাপ বোঝায় না।**

এক্ষেত্রেও অভিযোগ থাকলে নিয়ামক, বৈধ পরিমাপন অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জানাতে হবে।

জিনিসটা যদি খাবার হয়, তবে আরও কিছু তথ্য লেখা থাকা বাধ্যতামূলক-

১. *কৃত্রিম রঙ মেশানো হয়ে থাকলে* অনুমোদিত রঙ অনুমোদিত মাত্রায় মেশানো মেশানো হয়েছে সে সম্পর্কিত ঘোষণা।

২. আমিষ অথবা নিরামিষ খাবারের চিহ্ন - একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে সবুজ অথবা বাদামি বৃত্ত

সবুজ বৃত্ত - নিরামিষ বাদামি বৃত্ত - আমিষ

৩. আজিনোমটো (Mono Sodium Glutamate) মেশানো থাকলে খাবারটি যে ১২ মাসের কমবয়সি শিশুদের এবং গর্ভবতী মায়েদের ব্যবহারের উপযোগি নয় সে সম্পর্কিত ঘোষণা।

৪. খাবারের উপাদানগুলির নাম ও পরিমাণ, পুষ্টিজনিত তথ্য।

খাবার সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

১.। রঙীন খাবার আকর্ষণীয়, কিন্তু কতটা নিরাপদ?

খাবারকে আকর্ষণীয় করতে অনেক সময় কৃত্রিম রঙ মেশানো হয়।অনেক ক্ষেত্রেই এইসব রঙ খাবারে ব্যবহারের উপযোগী নয়, বরং মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।এইসব ক্ষতিকর রঙ মেশানো খাবার বেশি দিন খেলে জটিল রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

খাবারে শুধুমাত্র অনুমোদিত আই এস আই চিহ্নযুক্ত রঙ অনুমোদিত মাত্রায় মেশানো যায়, তাও সব খাবারে নয় ।

যেহেতু এই রঙগুলো বেশ দামী , তাই ব্যবসায়ীরা প্রায়ই জেনে অথবা না জেনে খাবারে অননুমোদিত রঙ মিশিয়ে থাকে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব না জানা থাকায় পয়সা খরচ করে এইসব ক্ষতিকর রঙ মেশানো খাবার কিনে খেয়ে মানুষ নানারকম রোগ ডেকে আনে।

খাবার	ক্ষতিকর রঙ	ক্ষতিকর প্রভাব
গোটা বা গুঁড়ো হলুদ, মিশ্র মশলা	লেড ক্রোমেট	রক্তাল্পতা, পক্ষাঘাত, গর্ভপাত, মস্তিষ্কের ক্ষতি
লাড্ডু, দরবেশ,মিহিদানা,বোঁদে, অমৃতি, জিলাপি, তেলেভাজা, বিরিয়ানি, পোলাও	মেটানিল ইয়েলো	ক্যানসার, পাকস্থলির যন্ত্রণা, অন্ডকোষে সংক্রমন
হাওয়াই মিঠাই, চিনির মঠ, চিনির খেলনা	রোডামিন বি	কিডনি, লিভার, স্প্লীনের ক্ষতি

২। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্লাষ্টিকের কাপে গরম চা, কফি দেওয়া হয়ে থাকে।প্লাষ্টিক অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক, বেশি তাপমাত্রায় খাবারে মিশে গিয়ে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে।

৩। অনেক অনুষ্ঠানে রঙিন ন্যাপকিন দেওয়া হয়, যেগুলিতে জল লাগলে রঙ ছাড়ে। এই রঙ মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৪। চাউমিনে যথেচ্ছ পরিমাণে আজিনোমটো (Mono Sodium Glutamate) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক। ১ বছরের কম বয়সের শিশু এবং গর্ভবতী মায়েরা আজিনোমটো খেলে শিশু অথবা গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরিমিত ব্যবহার মস্তিষ্কের রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

ভেজাল খাবার খেয়ে অসুস্থ হলে অভিযোগ জানাতে হবে-

কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত এলাকায়	কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির ফুড ইন্সপেক্টর
অন্যান্য এলাকায় (জেলার ক্ষেত্রে)	সাবডিভিশনাল ফুড ইন্সপেক্টর
	ব্লক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর
	জেলা উপভোক্তা সুরক্ষা কেন্দ্র - সভাপতি- জেলাশাসক সদস্য সচিব- সহ অধিকর্তা, উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার।

ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তা ক্ষতিপুরণের জন্য উপভোক্তা বিরোধ মীমাংসা ফোরামে (চলতি কথায় ক্রেতা আদালত) অভিযোগ জানাতে পারেন ।

প্যাকেটের ভেতরের জিনিসটার গুণমান সম্পর্কে জানা যাবে কী করে?

মোড়কজাত জিনিসের ক্ষেত্রে সরকার কিছু গুণমানের পরিচায়ক চিহ্ন প্রবর্তন করেছে যেগুলি দেখে কিনলে জিনিসের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

জিনিসের নাম	চিহ্নের নাম	চিহ্ন
গুঁড়ো দুধ, জমানো দুধ, শিশুখাদ্য, মোড়কীকৃত পানীয় জল, খাবারে মেশানোর রং, সিমেন্ট, গ্যাস ষ্টোভ, হিটার, থার্মোমিটার, প্রেসার কুকার , বৈদ্যুতিক বাতি/ সুইচ/তার , কফি, বিস্কুট ইত্যাদি	আই এস আই	IS : CM/L-
সোনা রুপোর গয়না	হলমার্ক	
ভোজ্য তেল, গুঁড়ো মশলা, গোটা মশলা, মধু, ঘি, মাখন, চাল, ডাল, আটা, ময়দা ।	এগমার্ক	
জ্যাম,জেলি,আচার,সস, চাটনি,কেচাপ,ফলের রস,নরম পানীয়	এফ পি ও	FPO
মোড়কজাত মাছ, মাংস, মাছ বা মাংসের তৈরি খাদ্য।	এম এফ পি ও	MFPO
রেশমবস্ত্র	সিল্কমার্ক	SILK MARK
হ্যান্ডলুম বস্ত্র	হ্যান্ডলুমমার্ক	Handloom

চিহ্নের সাথে লাইসেন্স নম্বর এবং স্পেশিফিকেশান নং থাকতে হবে।

হলমার্ক চিহ্নের সাথে গয়নাতে আরও কিছু উপাংশ থাকতে হবে-

১. প্রস্তুতকারকের লোগো।
২. হলমার্ক চিহ্নিতকরণ কেন্দ্রের লোগো।
৩. গয়না তৈরির সাল (২০০০ সালকে A অক্ষর দিয়ে বোঝানো হয়। এইভাবে B= ২০০১, C=২০০২, I অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং চলতি বছর অর্থাৎ ২০১২ সাল বোঝাতে N অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে।)
৪. বিশুদ্ধতার নম্বর অর্থাৎ কত শতাংশ সোনা আছে। ২৪ ক্যারাট= ১০০০ ধরে বিশুদ্ধতার নম্বরকে ক্যারাটে রূপান্তরিত করা যায়।

বিশুদ্ধতার নম্বর	ক্যারাট	সোনার পরিমাণ (শতাংশ)
৯৫৮	২৩	৯৫.৮
৯১৬	২২	৯১.৬
৮৭৫	২১	৮৭.৫
৭৫০	১৮	৭৫
৭০৮	১৭	৭০.৮
৫৮৫	১৪	৫৮.৫
৩৭৫	৯	৩৫.৫

লাইসেন্স দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করে ভারত সরকারের অনুমোদিত এবং নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা। এইসব চিহ্নযুক্ত জিনিসের মান যদি ঠিক না থাকে তবে সেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে অভিযোগ জানালে তারা উন্নতমানের পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করে দেখবে এবং যদি দেখে যে ক্রেতার অভিযোগ সঠিক, তবে ক্রেতাকে জিনিসের দাম ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করে এবং উৎপাদকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং এই চিহ্নযুক্ত জিনিস কিনলে উপভোক্তা একটি তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা পান।

চিহ্ন	নিয়ামক সংস্থা
IS : CM/L-	Bureau of Indian Standards 1/14, C.I.T. Scheme, VII-M, V.I.P. Road Maniktola, Kolkata-700054 Phone no.23378272, Fax No. 23377459
	Directorate of Marketing & Inspection, Govt of India General Pool Office Building (4th floor), A- Wing, Block-DJ, Sector-I , New C.G.O Building, Salt Lake City, Kolkata-700064, Phone-2334 7553
FPO MFPO	**Commissioner of Food Safety** for West Bengal & Secretary (Health), Health & FW Department, Govt. of West Bengal , Swasthya Bhawan, 3rd Floor, Wing "B", GN-29, Sector -V, Salt Lake , Kolkata -7000091. Tel: 033- 23579278, Fax: 033- 23572222

চিহ্ন	নিয়ামক সংস্থা
SILK MARK	Silk Mark Executive, Kolkata Chapter Silk Mark Organisation of India, Central Silk Board, Ist Floor, No:15 Dhakuria, Gariahat Road [South], Kolkata-700031 Fax : 033-2473-5090 , Phone : 033-24730912/6856
Handloom	**Regional Office of the Textiles Committee** Block - GN, Plot - 38/3, Sector - V, Salt Lake City,Kolkata - 700 091 Tel.91-33-23575202, 23575155, Telefax No.23575202

আরও কিছু বিষয়ে সতর্কতা -

১. রক্ত, মলমূত্র, এক্স রে ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিষয়ক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারটি **NABL** শংসায়িত হলে তাদের পরীক্ষার মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে সেই পরীক্ষাগারটি এ সম্পর্কিত শংসাপত্রটি প্রকাশ্যে টাঙানোর বাবস্থা করবে।

২. হাসপাতাল/ নার্সিংহোম **NABH** শংসায়িত হলে তাদের পরীক্ষার মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে সেই হাসপাতাল/ নার্সিংহোম এ সম্পর্কিত শংসাপত্রটি প্রকাশ্যে টাঙানোর বাবস্থা করবে।

৩. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (বাল্ব, টিউব লাইট, রেফ্রিজারেটর, এ সি মেশিন ইত্যাদি) কেনার ক্ষেত্রে **BEE** চিহ্নযুক্ত জিনিস কিনলে পরে বিদ্যুৎশক্তি অনেক কম ব্যয় হয় এবং এর ফলে মাসিক বিদ্যুতের বিলের অঙ্ক কম থাকে।

৪. নন ব্যঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগ করার আগে সেই সংস্থাটির রেটিং দেখে নিলে সেই সংস্থার কাছ থেকে টাকা ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে ধারণা করা যায়। CRISIL, ICRA , CARE FITCH ইত্যাদি সংস্থার করা রেটিংএর মান **A++**, **A+** বা **A** হলেও বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যায়।

৫. ব্যাঙ্কে চেক জমা দিতে গেলে একটি বাক্সে চেক ফেলে যেতে বলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী উপভোক্তা চাইলে কাউন্টারে চেক জমা দিয়ে রসিদ পেতে পারেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চেক জমা দেবার বাক্সর ওপরে এই কথা লিখে দিতে হবে।

৬. ৫ টাকার বেশি দামের যে কোনো ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে রসিদ দেয়া বাধ্যতামূলক এবং প্যাকেটের উপর যে দাম লেখা থাকবে তার থেকে বেশি দাম নেয়া যাবে না।

৭. প্যাকেট ছাড়া গুঁড়ো মশলা বিক্রি করা বেআইনি।

৮. ভোজ্য তেলের প্যাকেটে ডাবল রিফাইন্ড, সুপার , আলট্রা , কোলেষ্টরল ফ্রি ইত্যাদি লেখা বেআইনি।

৯. ৫০ টাকার ওপরে যে কোনো কেনাকাটার ক্ষেত্রে রসিদ দেয়া বাধ্যতামূলক ।

১০.কেনাকাটার পরে কোনো সমস্যা হলে রসিদ ছাড়া প্রতিকার পেতে বেশ অসুবিধা হয়। রসিদগুলো সযত্নে রেখে দেয়া দরকার।

সতর্ক হয়ে কেনাকাটা করার পরেও ঠকে গেলে?

উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬(Consumer Protection Act,1986)অনুযায়ী কম খরচে সহজে দ্রুত প্রতিকার পাওয়া যায়।

কী কী প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে?

- জিনিস বা পরিষেবার ত্রুটি বা ঘাটতি দূর করা।

- ত্রুটিপূর্ণ জিনিসের বদল।
- দাম ফেরৎ।
- ক্ষতিপূরণ।

কীভাবে?

সাদা কাগজে অভিযোগ লিখে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা ফোরাম, চলতি কথায় ক্রেতা আদালতে(**Consumer Forum**) জমা দিতে হয়।

- তিন কপি অভিযোগপত্র এবং প্রতিটি বিরুদ্ধ পক্ষের জন্য একটি করে অতিরিক্ত কপি জমা দিতে হয়।
- অভিযোগের কারণ ঘটার ২ বছরের মধ্যে অভিযোগ পেশ করতে হয়।
- উকিলের সাহায্য ছাড়াই উপভোক্তা নিজে অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে অভিযোগ পেশ এবং শুনানির সময়ে বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

অভিযোগ পেশ করতে সামান্য ফী লাগে।

অভিযোগপত্রে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয়?

১. অভিযোগকারির নাম ও পুরো ঠিকানা।
২. প্রত্যেক বিরুদ্ধ পক্ষের নাম ও পুরো ঠিকানা।
৩. জিনিস বা পরিষেবার পূর্ণ বিবরণ।
৪. অভিযোগের কারণ (বিশদে)।

উপভোক্তা কী প্রতিকার চান।

অবশ্য উপভোক্তারা ফোরামে যাওয়ার আগে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার জন্য উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। এই ব্যবস্থা একমাত্র এই রাজ্যেই চালু আছে এবং অনেকেই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

একমাত্র উপভোক্তারাই উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের সুবিধা পাবেন।

উপভোক্তা কে?

যিনি (ব্যক্তি বা সংগঠন) ব্যবহারের জন্য (ব্যবসায়ের জন্য নয়) নগদে বা ধারে কোনো জিনিস বা পরিষেবা কেনেন বা ভাড়া করেন।

কেউ যদি স্বনিযুক্তি জীবিকার মাধ্যমে জীবনধারণের জন্য কোনো ব্যবসা করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যবসায়ের জন্য কেনাকাটা করলেও তিনি উপভোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।